যুগান্তর

তারিখ 21 APR 2009
পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ...

বরিশাল শিক্ষা বোর্ডের ৪১ কর্মচারীকে বদলি

কলেজছাত্রীর শ্লীলতাহানির ঘটনা ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা

বরিশাল ব্যুরো

ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের রহস্যজনক নীরবতায় একের পর এক অপরাধ করেও পার পেয়ে যাচ্ছেন বরিশাল শিক্ষা বোর্ডের কর্মচারী সংঘের বর্তমান নেতারা। সম্প্রতি সংঘ নেতা শহিদুল কর্তৃক এক কলেজছাত্রীর শ্লীলতাহানির ঘটনাও ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা চলছে। ঘটনার তদন্তে গিয়ে সত্যতা পেলেও বোর্ড চেয়ারম্যানের কাছ থেকে কোনরকম সহযোগিতা না পাওয়ার অভিযোগ করেছে বরিশাল মহিলা আইনজীবি সমিতি। এদিকে এ ঘটনা নিয়ে যাতে কোন ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি না হতে পারে সেজন্য বোর্ডের ৪১ কর্মচারীকে সোমবার একযোগে [illegible] করা হয়। ১৬ এপ্রিল ঢাকার [illegible] বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রী বরিশাল [illegible] বোর্ডে সার্টিফিকেট তুলতে গিয়ে [illegible] বিভাগের শহিদুল নামের এক কর্মচারী নেতা কর্তৃক শ্লীলতাহানির শিকার হয়। এ ঘটনায় নগরজুড়ে তোলপাড় শুরু হলে বোর্ড চেয়ারম্যান ড. মর্তুজা আলিউল কবির কর্মকর্তাদের নিয়ে ওইদিন বৈঠক করেন। বৈঠকে কোন সিদ্ধান্ত না হওয়ায় পরদিন ১৭ এপ্রিল চেয়ারম্যানের রুমে এক রুদ্ধদ্বার বৈঠকে দায়ী ব্যক্তিদের কঠোর শাস্তি প্রদানের ব্যাপারে ঐকমত্যে পৌঁছেন বোর্ড কর্মকর্তারা। বৈঠকে উপস্থিত একটি সূত্র জানায়, চেয়ারম্যান নিগৃহীত ছাত্রীটির আবেদন ছাড়া কোন ধরনের শাস্তির বিরুদ্ধে অবস্থান নিলেও পরে কর্মকর্তাদের চাপের মুখে একটি শক্তিশালী কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত [illegible] তিনি এ ব্যাপারে মিডিয়ার [illegible] জানাতে স্মরণ করেন এবং ১৮ [illegible] কমিটি গঠনের বিষয়টি ঘোষণা [illegible] বলে জানান। পরদিন ১৮ এপ্রিল সকালে কোন ধরনের ঘোষণা না দিয়ে আকস্মিকভাবে বিকালে নিজেই গোপনে একটি কমিটি গঠন করেন। নাম না প্রকাশের শর্তে এক কর্মকর্তা জানান, বৈঠকে যাদের নিয়ে কমিটি গঠনের প্রস্তাব হয় চেয়ারম্যান তাদের কাউকে না নিয়ে নিজের মনমত দু'জন সাবেক অধ্যক্ষ এবং একজন সহযোগী অধ্যাপককে নিয়ে কমিটি করেন। এ ঘটনায় বোর্ডের সব কর্মকর্তাদের মধ্যে চাপা ক্ষোভ বিরাজ করছে। এ ব্যাপারে বোর্ড চেয়ারম্যান ড. মর্তুজা আলিউল কবিরের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি কমিটি গঠনের কথা স্বীকার করলেও কারও নাম প্রকাশ করা যাবে না বলে জানান। তবে নির্ভরযোগ্য একটি সূত্র জানিয়েছে, বরগুনা সরকারি কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ নুরুল আলমকে আহ্বায়ক এবং সরকারি সৈয়দ হাতেম আলী কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ মোঃ সাইদুল করিম ও সরকারি বিএম কলেজের সহযোগী অধ্যাপক [illegible] মাকসুদুর রহমানকে নিয়ে [illegible] কমিটি গঠন করা হয়। এদিকে গতকাল বিকালে আকস্মিকভাবে বদলি করা হয় বোর্ডের ৪১ কর্মচারীকে। অভিযুক্ত শহিদুল ইসলামকে প্রশাসন শাখায় বদলি করা হয়েছে।